তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

কালাচাঁদপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

সরকারি স্কুল চলছে বেসরকারিভাবে

মোশতাক আহমেদ ●

সরকারি বিদ্যালয়ে শ্রেণিভেদে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাসে বেতন ১০ থেকে ২০ টাকা নির্ধারিত। সেখানে সরকারি বিদ্যালয়টিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বেতন নেওয়া হচ্ছে ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকা। বিদ্যালয়টির প্রায় ৪০ জন শিক্ষককে ১১ মাস ধরে ক্লাসই করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহকারী প্রধান শিক্ষককেও প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

এই চিত্র রাজধানীর গুলশান থানার সরকারি কালাচাঁদপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (স্কুল অ্যান্ড কলেজ)। চলতি বছরের ৯ মে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণের আদেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে আদেশে বলা হয়, সরকারি করার সিদ্ধান্ত গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

সরকারি করা নিয়ে পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল ও নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কয়েক বছরের তুলনায় চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে। ২০১২, ২০১৩ সালেও এসএসসিতে পাসের হার ছিল ৯৬ শতাংশ। সেখানে এবার তা নেমে এসেছে প্রায় ৮০ শতাংশে। এইচএসসিতে ১৭০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছেন ৯৪ জন।

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির মোট ছাত্রছাত্রী ২ হাজার ৬৬৭ জন। কাগজপত্রে এমপিওভুক্ত (বেতন বাবদ মাসিক সরকারি অনুদান পাওয়া) শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৫৪ জন।

এমপিওভুক্ত কয়েকজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়েক বছর আগে বিদ্যালয়টি সরকারি করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও পরিচালনা কমিটির তৎকালীন সভাপতিসহ স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল সরকারি করার বিরোধিতা করে। এর সঙ্গে বিদ্যালয়ের নন-এমপিও শিক্ষক ও কর্মচারীরাও যোগ দেন। একপর্যায়ে প্রভাবশালী মহলটি গত বছর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ এমপিওভুক্ত ৪০ জনেরও বেশি শিক্ষক-কর্মচারীকে হুমকি-ধমকি দিয়ে ও মারধর করে

> ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির মোট ছাত্রছাত্রী ২ হাজার ৬৬৭ জন। কাগজপত্রে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৫৪ জন

বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেয় বলে অন্তত ২০ জন শিক্ষক *প্রথম আলোর* কাছে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে থানায় জিডি করাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকেও জানানো হয়। তাড়িয়ে দেওয়ার পর আবার তাঁদের বিপরীতে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগও দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এখন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ৭০ জনের বেশি।

এরপর সরকারীকরণের গেজেট প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশের গুলশান বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহায়তায় এমপিওভুক্ত তথা সরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত শিক্ষকেরা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন। তবে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের বাধায় তাঁরা ক্লাস নিতে পারছেন না।

গতকাল রোববার সরেজমিনে দেখা যায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ তালাবদ্ধ। অন্তত ৩০ জনের মতো শিক্ষক দোতলায় শিক্ষকদের কক্ষে বসে আছেন। জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ফরিদা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রায় ১১ মাস ধরে তাঁদের ক্লাস নিতে দেওয়া হচ্ছে না। একজন শিক্ষক হিসেবে এটা কোনোভাবেই ভালো লাগছে না। কয়েকজন শিক্ষক বললেন, ক্লাস না নিয়ে বেতন নিতে তাঁদের মানসিক পীড়া দেয়।

তবে নন-এমপিও শিক্ষকদের একজন বাংলা বিভাগের শরিফুল ইসলাম বলেন, 'তাঁরাই (এমপিওভুক্ত) এত দিন আসেননি। ১৪ মাস ধরে সেবা দিচ্ছি, তাহলে আমাদের বাদ দেওয়া হবে কেন? আমরা চাই আমাদেরও সরকারি করা হোক।'

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সরকারি করা নিয়ে তারাও অস্পষ্টতায় আছে। অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র জানাল, তাকে মাসে ৩৫০ টাকা দিতে হয়। সে বলছিল, 'কেউ বলে সরকারি হয়েছে, কেউ বলে হয়নি।'

কলেজের একজন শিক্ষক বলেন, এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির মাসিক বেতন ৩০০ টাকা; অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩৫০ টাকা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ৪৫০ টাকা। গত অক্টোবর থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় আড়াই কোটি টাকা আয় হলেও সেটা অনেকটা ভাগভাঁটোয়ারা করে নেওয়া হয়েছে, ব্যাংকে জমা হয়নি।

অন্যদিকে সরকারি নিয়মানুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১০ টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ১২ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণিতে ১৫ টাকা ও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০ টাকা বেতন।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, কলেজে ঢুকতে না দেওয়ায় তাঁকে রাস্তায় বসে দাপ্তরিক কাজ করতে হয়। এ নিয়ে থানায় জিডি করাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে চাই, এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা চাই।'

জানতে চাইলে ঢাকা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহিদা বেগম বলেন, এভাবে চলতে দেওয়া যায় না, অচিরেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।